শিক্ষা দিবস ২০১৩ : বর্তমান প্রেক্ষিত

অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ

আজ ১৭ সেপ্টেম্বর বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের ৫১ বছর পূর্তির দিন, যা 'শিক্ষা দিবস' হিসেবে সমধিক পরিচিত। ১৯৪৭ সালে ভারত বিভাগের পর পাকিস্তানের পূর্ব অংশের জনগণ শিক্ষা, অর্থনীতি, সামরিক-বেসামরিক চাকরি, ব্যবসা-বাণিজ্য সব ক্ষেত্রে চরম বৈষম্যমূলক আচরণের শিকার হয়। বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির ওপর আগ্রাসন, রবীন্দ্র সংগীত চর্চায় নিষেধাজ্ঞা, নজরুলের কবিতার বিকৃতি শিক্ষাবিদ সংস্কৃতিসেবীদের ক্ষুব্ধ করে। নজরুলের 'নব নবীনের গাহিয়া গান, সজীব করিব মহাশ্মশান' সংশোধন করে লেখা হয় 'সজীব করিব গোরস্থান'। 'সকালে উঠিয়া আমি মনে মনে বলি সারাদিন আমি যেন ভালো হয়ে চলি', হয়ে যায় : 'ফজরে উঠিয়া আমি দিলে দিলে বলি সারাদিন যেন আমি নেক হয়ে চলি'।

এ প্রেক্ষাপটে সংস্কৃতিসেবী, শিল্পী, সাহিত্যিকদের প্রতিবাদমূলক বিভিন্ন কর্মসূচির ধারাবাহিকতায় উপস্থাপিত হয় বাঙালি অর্থনীতিবিদদের প্রণীত পাকিস্তানের দুই অঞ্চলের জন্য 'দুই অর্থনীতি তত্ত্ব'। এ পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৬২ সনে প্রকাশিত হয় শরীফ শিক্ষা কমিশন রিপোর্ট। ছাত্র সমাজ এর বিরুদ্ধে আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলন শুরু হয় ঢাকা কলেজ থেকে তিন বছর মেয়াদি ডিগ্রি পাস কোর্স প্রবর্তনের বিরুদ্ধে। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অতিরিক্ত ইংরেজিকে বোঝা মনে করে উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর পরীক্ষার্থীরাও এতে যুক্ত হয়। প্রথমে স্নাতক শ্রেণীর ছাত্রদের লাগাতার ধর্মঘট এবং উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীর ছাত্রদের ইংরেজি ক্লাস বর্জনের মধ্যে আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল। আন্দোলনের এক পর্যায়ে 'ডিগ্রি স্টুডেন্টস ফোরাম' 'ইস্ট পাকিস্তান স্টুডেন্টস ফোরাম', নামে রূপান্তরিত হয়ে আন্দোলন চালাতে থাকে। এর যুগ্ম আহ্বায়ক হন ছাত্রলীগের আবদুল্লাহ ওয়ারেস ইমাম ও ছাত্র ইউনিয়নের কাজী ফারুক আহমেদ। নেতৃত্ব দেন ইডেন কলেজ ছাত্রী সংসদের সহ-সভাপতি মতিয়া চৌধুরী, কায়েদে আজম কলেজ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক নুরুল আরেফিন খান, তোলারাম কলেজের সাধারণ সম্পাদক আবদুল আজিজ বাগমার।

মানব উন্নয়ন ও প্রগতির ধারা : সমাজে প্রগতির ধারার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে সরকার ও নারী-পুরুষ জনগোষ্ঠীর উদ্যোগে মানবসম্পদ উন্নয়ন একটি ধারাবাহিক প্রক্রিয়া। স্বাধীনতা মানুষের মধ্যে বিকাশের অসীম সম্ভাবনা অবারিত করে দেয়। বিশ্বব্যাপী তথ্যপ্রযুক্তির ব্যাপক বিস্তৃতি ও তারুণ্যের উদ্ভাবন-উদ্যোগ তাকে অর্থবহ করে তোলে। মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে অর্জিত বাংলাদেশ তারই একটি দৃষ্টান্ত। ইউএনডিপির মানব উন্নয়ন সূচকে বাংলাদেশ গত বছরে একধাপ এগিয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচনে ভারতকে অতিক্রম করেছে। শিক্ষায়, অর্থনীতিতে, প্রতিরক্ষায়, ক্রীড়ায়, সামরিক-বেসামরিক প্রশাসনে আমাদের নারী সমাজ ও কন্যাশিশুদের অগ্রযাত্রা আজ বিশ্বব্যাপী স্বীকৃত। আবার তাদের চলার পথে কূপমণ্ডূকতা, কুসংস্কার ও যুক্তিহীনতার প্রতিনিয়ত প্রতিকূলতাও আছে। আমরা নিশ্চিত যে, মুক্তবুদ্ধি ও মুক্তিযুদ্ধের অবিনাশী চেতনা সেসব বাধাকে পরাভূত করবে। সেজন্য একটা বড় ঐক্যবদ্ধ সামাজিক জাগৃতি প্রয়োজন।

বর্তমান সরকারের আমলে শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক ইতিবাচক পরিবর্তন হয়েছে এ কথা নির্দ্বিধায় স্বীকার করতে হবে। বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ, বিপুলসংখ্যক প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সরকারিকরণ, বিএনপি আমলে বেসরকারি শিক্ষকদের ক্ষেত্রে বন্ধকৃত টাইম স্কেল ও এমপিও পুনরায় চালু, দুই হাজারের কাছাকাছি নতুন প্রতিষ্ঠান এমপিওভুক্তি, শিক্ষার্থীদের জন্য প্রধানমন্ত্রীর মেধা সহায়তা তহবিল গঠন ইত্যাদি অবশ্যই প্রশংসার দাবি রাখে। এমপিওভুক্ত শিক্ষক-কর্মচারীদের বাসা ভাড়া ১০০ টাকা থেকে ৫০০ টাকা করা ও চিকিৎসা ভাতা বৃদ্ধি করে সরকার তার বিবেচনায় 'ভালো কাজ করার' কৃতিত্ব দাবি করতে পারেন। কিন্তু যাদের তা দেয়া হয়েছে তাতে তাদের কতটুকু সন্তুষ্টি বিধান হয়েছে তা সরকারের যথোপযুক্ত বিবেচনায় এসেছে বলে মনে হয় না। এমপিও প্রাপ্তির জন্য অপেক্ষমান বিপুলসংখ্যক শিক্ষক-কর্মচারীকে এমপিও না দেয়া যে কোন চাপের পরিপ্রেক্ষিতে নয় তা সরকারকে স্বীকার করে আর পদক্ষেপ নেয়ার আহ্বান জানাচ্ছি। এ কথা মনে করার সঙ্গত কারণ রয়েছে, কিছু সম্মানজনক ব্যতিক্রম বাদে সব আমলে একটি মহল এ অবাস্তব ধারণা পোষণ করেন যে, শিক্ষকদের অসন্তুষ্ট রেখে, তাদের বঞ্চিত করে শিক্ষার উন্নয়ন সম্ভব। তাদের কাছে শিক্ষার উন্নয়ন বলতে হয় তো দালানকোঠার উন্নয়নে বোঝায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সমৃদ্ধ লাইব্রেরি, ল্যাবরেটরি স্থাপন ও তার উন্নয়ন নয়। অন্যদিকে প্রাথমিক শিক্ষা পরবর্তী শিক্ষা ব্যবস্থা সরকারিকরণ না করে সরকারি-বেসরকারি, প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ সমন্বিত করে জাতীয়করণের কর্মসূচি এগিয়ে নেয়া যে কতটা জরুরি ও বস্তুবসম্মত তা সরকারের উপলব্ধিতে এখন পর্যন্ত আসেনি।

বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থার শতকরা ৯০ ভাগের বেশি বেসরকারি স্কুল-কলেজ দ্বারা পরিচালিত হয়। কিন্তু অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে তেলা মাথায় তেল দেয়ার যে বৈষম্যমূলক নীতি অনুসৃত হয়ে আসছে তার অবসান হওয়ার দরকার। প্রয়াত অধ্যক্ষ শহীদুল্লাহ বলতেন, বাংলাদেশে বিরাজমান পরিপ্রেক্ষিতে দু'ধরনের সরকার দরকার : একটি সরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও সরকারি শিক্ষকদের জন্য। আরেকটি চির বঞ্চিত বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান (ব্যক্তিমালিকানাধীন বেসরকারি নয়) ও বেসরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য। আসলে দুটি নয়, একটি সরকারই দরকার। যা গণতান্ত্রিক নীতিমালা অনুসরণ করে সংখ্যাগরিষ্ঠকে, নীরব বঞ্চিত জনগোষ্ঠীকে যথাযথভাবে মূল্যায়ন করবে। সে প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে পরিবর্তনের গতি বেগবান করা দরকার।

বর্তমান প্রেক্ষিতে শিক্ষা : বর্তমানে শিক্ষা নিয়ে আলোচনায় 'শিক্ষা আইনের' বিষয়টি অগ্রাধিকার পাচ্ছে। বিশেষ করে ৫ আগস্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের ওয়েবসাইটে শিক্ষা আইনের খসড়া প্রকাশের পর থেকে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা গবেষক ও শিক্ষা উন্নয়নে নিয়োজিত বিভিন্ন বেসরকারি সংগঠন, জাতীয় সংবাদ মাধ্যম ও শিক্ষা সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন স্তরের জনগণের পক্ষ থেকে এ নিয়ে মতামত ব্যক্ত হয়েছে। সরকারিভাবে ৩৪টি, বেসরকারিভাবে ৯৪টি এবং ব্যক্তিপর্যায়ে ১০৬টিসহ মোট ২৩৪টি মতামত পাওয়া গেছে। এর মধ্যে ২৫টি মতামত পূর্ণাঙ্গ। জাতীয় শিক্ষক কর্মচারী ফ্রন্ট খসড়া শিক্ষা আইনে কয়েকটি নতুন ধারা সংযোজন এবং কয়েকটি সংশোধন ও প্রত্যাহারের প্রস্তাব করেছে। সংযোজন প্রস্তাবে রয়েছে : সমযোগ্যতা ও সমঅভিজ্ঞতা সম্পন্ন, সমদায়িত্ব পালনকারী বেসরকারী শিক্ষক কর্মচারীদের জন্য সরকারি শিক্ষক কর্মচারীদের অনুরূপ বেতন-ভাতা, প্রবৃদ্ধি, উৎসব ভাতা, চিকিৎসা ভাতা প্রাপ্তি নিশ্চিতকরণ, এমপিও প্রাপ্তির জন্য যোগ্যতার শর্তপূরণকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক-কর্মচারীদের এমপিও প্রদান, শিক্ষকদের প্রচলিত চাকরি বিধি সংস্কার ও কর্মচারীদের চাকরি বিধি প্রবর্তনসহ শিক্ষক ও কর্মচারীদের জন্য ইউনেস্কো-আইএলও কর্তৃক যৌথভাবে প্রণীত ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ সালের সুপারিশমালা কার্যকর করাসহ পেশাগত বিভিন্ন দাবির সঙ্গে ১০টি প্রস্তাব : শিক্ষক নিয়োগ-নির্বাচন কমিশন গঠন ২. শিক্ষকদের মর্যাদা ও অধিকার সুরক্ষা ৩. শিক্ষকদের জন্য পৃথক বেতন কাঠামো প্রণয়ন ৪. প্রাথমিক শিক্ষা স্তরে পার্বত্য অঞ্চলসহ সব ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষার ব্যবস্থা ৫. শিক্ষা ক্ষেত্রে পশ্চাৎপদ এলাকাসমূহে প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়নে বিশেষ দৃষ্টি প্রদান ৬. দেশ-বিদেশের শ্রম বাজারের চাহিদার আলোকে কারিগরি ও বৃত্তিমূলক পর্যায়ের সব কারিকুলাম নিয়মিত পরিবর্তন ও পরিমার্জন ৭. (১) শিক্ষক, (২) অভিভাবক, (৩) শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটি, (৪) শিক্ষক সংগঠনের করণীয়, (৫) শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের আচরণ সংক্রান্ত মোট ৫টি স্বতন্ত্র কোড অব কন্ডাক্ট-আচরণবিধি প্রণয়ন ৮. শিক্ষাক্ষেত্রে জবাবদিহিতা নিশ্চিতকরণে ন্যায়পাল প্রতিষ্ঠা। ৯. শিশু অধিকার সুরক্ষা জাতীয় কমিশন গঠন, যা প্রতিবন্ধী, অটিস্টিকসহ সব শিশুর বিনামূল্যে ও বাধ্যতামূলক অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক শিক্ষা পরিবীক্ষণ করবে। প্রতিবন্ধী শিশুর বিশেষ চাহিদার ওপর নির্ভর করে পাঠ্যক্রম, পাঠদান, পরীক্ষায় অংশগ্রহণ ইত্যাদি বিষয়ে নমনীয়তার নীতি অবলম্বন করবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ব্যবস্থাপনা কমিটির ১ জন সদস্য প্রতিবন্ধী শিশুর অভিভাবক থাকবেন। ১০. প্রতিটি বিদ্যালয়ে ন্যূনতম ১ জন পূর্ণকালীন বা খণ্ডকালীন শিক্ষক থাকবেন। তিনি প্রতিবন্ধীসহ বৈষম্যপীড়িত জনগোষ্ঠীর শিশুর শিক্ষার বিষয়ে ন্যূনতম ৬ মাসের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হবেন। খসড়া শিক্ষা আইনে শিক্ষকদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য শাস্তি প্রসঙ্গে ফ্রন্টের সংশোধন প্রস্তাবে বলা হয়েছে : 'বর্ণিত অপরাধ সংঘটিত হইলে শিক্ষকদের চাকরিবিধিতে উল্লেখিত পেশাগত অসদাচরণের মধ্যে তাহা অন্তর্ভুক্ত করিয়া (যাহা শিক্ষকদের অধিকার ও করণীয় সংক্রান্ত ইউনেস্কো আইএলও সনদ ১৯৬৬ ও ১৯৯৭ এর সহিত যাহা সঙ্গতিপূর্ণ হইবে), দেশে প্রচলিত আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে। শুধু শিক্ষকদের কথা উল্লেখ না করিয়া সংঘটিত অপরাধের জন্য দায়ী ব্যক্তি-ব্যক্তিদের (ব্যবস্থাপনা কমিটি-কর্তৃপক্ষসহ) দেশে প্রচলিত আইনে প্রযোজ্য শাস্তির আওতায় আনিতে হইবে। বেসরকারি শিক্ষকদের অনুরূপ অপরাধের-অসদাচরণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সরকারি শিক্ষকদেরও একইভাবে একই ব্যবস্থার শাস্তির আওতায় আনা হইবে।' প্রত্যাহার প্রস্তাবে রয়েছে : 'আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ না দিয়া একতরফা বেতন কর্তন অবৈধ, অনৈতিক ও অসাংবিধানিক বিধায় এ ধারা প্রত্যাহার করিতে হবে। সামারি ট্রায়ালে শিক্ষকদের শাস্তি বিধানের ধারা প্রত্যাহার করিতে হইবে।'

অন্যদিকে ইউরোপিয়ান ইউনিয়নের সহায়তায় গণসাক্ষরতা অভিযানের পক্ষ থেকে সহযোগী সংগঠন ও বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার মানুষের মতামত সংকলিত করে ৮ সেপ্টেম্বর শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদের হাতে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে তা উপস্থাপন করেন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক উপদেষ্টা, গ্লোবাল ক্যাম্পেইন ফর এডুকেশনের এশিয়া প্রশান্ত মহাসাগর এলাকার নির্বাচিত বোর্ড সদস্য, গণসাক্ষরতা অভিযানের নির্বাহী পরিচালক রাশেদা কে চৌধুরী। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব এসএম গোলাম ফারুক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক অধ্যাপক ফাহিমা খাতুন, শিক্ষা আইন প্রণয়ন কমিটির সদস্য অধ্যক্ষ কাজী ফারুক আহমেদ, সেভ দ্য চিলড্রেনের শিক্ষা উপদেষ্টা ম. হাবিবুর রহমান, অ্যাকশন এইডের কান্ট্রি ডিরেক্টর ফারাহ কবির প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। শিক্ষামন্ত্রী বলেন, শিক্ষকরা শ্রদ্ধার পাত্র। 'শাস্তি' তাদের জন্য সম্মানজনক নয়। তাই অন্য কোন উপযুক্ত শব্দ ব্যবহার করা হবে। যেসব শিক্ষক দিনের পর দিন ক্লাসে আসবেন না, ছাত্রী নিপীড়ন করবেন, তাদের বিরুদ্ধে তো কোন না কোনভাবে ব্যবস্থা নিতেই হবে। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, শিক্ষা আইন পাসের জন্য সংসদের আগামী অধিবেশনেই বিল আকারে সংসদে উত্থাপন করা হবে। রাশেদা কে চৌধুরী উপস্থাপিত ২২টি বিশেষ সংযোজনী প্রস্তাবনার মধ্যে রয়েছে : • আইনটির শিরোনাম শিক্ষা আইন ২০১৩-এর পরিবর্তে বাংলাদেশ শিক্ষা আইন-২০১৩ করা প্রয়োজন। • প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত সরকার সবার জন্য বিনামূল্যে শিক্ষা লাভের ব্যবস্থা করবে। প্রাথমিক শিক্ষা হবে বাধ্যতামূলক এবং এই শিক্ষার যাবতীয় ব্যয়ভার রাষ্ট্র বহন করবে। কারিগরি ও বৃত্তিমূলক শিক্ষা সাধারণভাবে ও ব্যাপকভাবে লভ্য থাকবে এবং উচ্চতর শিক্ষা মেধাভিত্তিতে সবার জন্য উন্মুক্ত থাকবে। এছাড়াও শিক্ষা আইনে শিশু অধিকার সনদ এবং শিশু শিক্ষা বিষয়ে আন্তর্জাতিক প্রথাসংস্থার বিভিন্ন ধারা অনুসরণ করতে হবে। • প্রত্যেক বাক্যের শেষে 'করা হবে' এই শব্দ দুটির পরিবর্তে 'করিতে হইবে' লিখতে হবে। কোন আইন অমান্য বা লঙ্ঘন করলে কী শাস্তি প্রদান করা হবে বা তার প্রতিকার কি হবে তা সুস্পষ্টভাবে উল্লেখ করতে হবে। • যৌন হয়রানির বিষয়ে হাইকোর্টের যে রায় রয়েছে তার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এই আইনে একটি ধারা সংযোজন করা প্রয়োজন। • শিক্ষায় প্রান্তিক শিশুদের অন্তর্ভুক্তির জন্য স্থানীয় পর্যায়ে সান্ধ্যকালীন কোর্স চালু করতে হবে। প্রস্তাবিত শিক্ষা আইনে ক্যাডেট কলেজ ও মিলিটারি একাডেমি বিষয়ে কোনরকম উল্লেখ নেই, এগুলোর সঙ্গে ব্যয়বহুল বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে এই আইনের আওতায় আনতে হবে। • শিক্ষক ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সম্পর্কিত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য স্বতন্ত্র বেতন কাঠামো কমিশন গঠন করতে হবে। • জাতীয় দক্ষতা উন্নয়ন নীতিমালা-২০১১ এর নির্দেশনা শিক্ষা আইনেও প্রতিফলিত হওয়া দরকার। • এই আইনের সঠিক বাস্তবায়নের জন্য মাধ্যমিক শিক্ষায় জেন্ডার সমতার নীতিমালা থাকতে হবে। • প্রতিবন্ধীদের শিক্ষা ব্যবস্থাকে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের আওতায় আনার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। • শিক্ষক, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, এসএমসি, উপজেলা ও কেন্দ্রীয় পর্যায় পর্যন্ত সরকারি প্রশাসন স্থানীয় সরকার নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি এবং বিভিন্ন শিক্ষা বোর্ড ও পরিদপ্তরের কার কী দায়িত্ব, কিভাবে, তা কোন সময়সীমার মধ্যে পালন করতে হবে এবং বাস্তবায়নের জন্য অর্থ ও পরিসম্পদের উৎস ইত্যাদি বিষয়ে নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্রভাবে উল্লেখ থাকতে হবে। • শিক্ষা কার্যক্রমকে হরতালের আওতামুক্ত রাখার জন্য একটি আইন থাকা উচিত। • শিক্ষার বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করার জন্য পর্যাপ্ত শিক্ষক, গ্রহণযোগ্য শিক্ষক-শিক্ষার্থী অনুপাত, যথাযথ শিক্ষা উপকরণের পর্যাপ্ত সরবরাহ ও প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে স্কুলে এমনভাবে পাঠদান করতে হবে, যাতে প্রাইভেট টিউশন ও কোচিং পদ্ধতি নিরুৎসাহিত হয়।

শিক্ষা দিবসের স্বীকৃতি চাই : একান্ন বছর আগে বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের অনেকেই আজ বেঁচে নেই। শিক্ষা দিবসে বিশেষভাবে মনে পড়ে আন্দোলনে ফুলবাড়ী বাবুল, বাস কন্ডাক্টর মোস্তফা ও গৃহকর্মী ওয়াজিউল্লাহর আত্মোৎসর্গের কথা। যে কয়টি মোটা দাগের ঘটনা বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, চুয়ান্নর সাধারণ নির্বাচন, বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান ও সত্তরের সাধারণ নির্বাচন। এর মধ্যে ২১ ফেব্রুয়ারি সরকারি স্বীকৃতি পেয়েছে। কিন্তু ইতিহাস সৃষ্টিকারী অন্যদিনগুলো এখনও প্রাপ্য মর্যাদা পায়নি। গত কয়েক বছর ধরে শিক্ষা দিবসের আলোচনায় বিভিন্ন শ্রেণীপেশার প্রতিনিধি এবং সুধীজনদের পক্ষ থেকে দিনটির সরকারি স্বীকৃতির দাবি জানানো হচ্ছে। বাষট্টির শিক্ষা আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে সম্পর্কিত একজন হিসেবে আমি তা সমর্থন করি।

[লেখক : বাষট্টি শিক্ষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এবং চেয়ারম্যান আইএইচডি]
dhdhdra.yahoo.com